দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ : 29 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম 2

কর দিতে ব্যর্থ হলে দুই শতাংশ হারে জরিমানা

৩০ নবেম্বর ব্যক্তিশ্রেণীর আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমা দেয়ার শেষ দিন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ আগামী বুধবার শেষ হচ্ছে ব্যক্তিশ্রেণীর আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমা দেয়ার সময়। কোন কারণে যারা এই দিন রাত ৮টার মধ্যে রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ হবেন, তাদের নির্ধারিত করের ওপর মাসিক ২ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। সুদ নির্ধারণ করা হবে সারাবছরে ওই করদাতা যে উৎসে কর ও অগ্রিম কর দিয়েছেন, তা বাদ দিয়ে আয়করের ওপর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এনবিআরের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'ব্যক্তিশ্রেণীর আয়কর রিটার্ন জমা দেয়ার সময় বাড়ানো হবে না। এর ফলে আগামী বুধবারের পর কেউ আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমা দিতে চাইলে তাকে নির্দিষ্ট হারে জরিমানা গুনতে হবে।' তিনি বলেন, 'নির্ধারিত সময়ে কোন করদাতা বার্ষিক আয়কর বিবরণী জমা দিতে ব্যর্থ হলে ওই ব্যক্তির করের ওপর মাসিক ২ শতাংশ হারে বিলম্ব সুদ দিতে হবে।'

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'বিলম্ব সুদ পরিশোধ করে যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে যেকোন করদাতা ইচ্ছে করলে রিটার্ন জমা দেয়ার সময় বাড়িয়ে নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে যথাযথ আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার তাকে দুই মাস পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দিতে পারেন।'

চলতি অর্থবছরে করদাতার সংখ্যা ১৮ লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা করছেন অর্থমন্ত্রী

অর্থবছরে চাকরিজীবীদের মধ্যে রিটার্ন জমার সংখ্যা ৪ লাখ বাড়বে

চলতি অর্থবছরে করদাতার সংখ্যা ১৮ লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা করছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। যদিও গত অর্থবছরে মাত্র ১১ লাখ করদাতা কর দিয়েছিলেন। চলতি বছরে সরকারী কর্মকর্তাদের পাশাপাশি যুবক শ্রেণীর করদাতা বেড়েছে।

বিশেষ করে যে সব সরকারী কর্মকর্তার মূল বেতন ১৬ হাজার টাকার বেশি, তাদের প্রত্যেকের রিটার্ন জমা দেয়া বাধ্যতামূলক। এর ফলে এই অর্থবছরে চাকরিজীবীদের মধ্যে রিটার্ন জমার সংখ্যা ৪ লাখ বাড়বে। এছাড়া যাদের বছরে আয় আড়াই লাখ টাকার বেশি, তাদের সবাইকে রিটার্ন জমা দিতে হবে। এমনকি প্রত্যেক গাড়ির মালিক ও অভিজাত ক্লাবের সদস্যদের বছরে আড়াই লাখ টাকার কম আয় হলেও তাদের রিটার্ন-জমা দিতে হবে। এ ছাড়া পেশাজীবী চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, জনপ্রতিনিধি ও আইনজীবীদের করযোগ্য আয় না থাকলেও রিটার্ন জমা দিতে হবে।

এদিকে গত ২৪ নবেম্বর থেকে ৩০ নবেম্বর আয়কর সপ্তাহ পালন করছে এনবিআর। আয়কর মেলার মতোই সুযোগ দিয়ে এই আয়কর সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। প্রতিটি সার্কেল ও কর অঞ্চল কার্যালয়ে সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। করদাতাদের সুবিধার্থে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত রিটার্ন জমা নেয়া হচ্ছে।